

এই মুহূর্তে

গৌতম চট্টোপাধ্যায় ও মহীনের
ঘোড়াগুলি নিয়ে লেখাপত্রের
প্রসঙ্গে আমরা কিছু গানের
লিরিক ছাপছি, পাঠকদের
বোঝার সুবিধা হবে এই ভেবে।
লিরিকগুলিকে দুভাগে ভাগ করা
হয়েছে— (১) গৌতমের গান
(২) গৌতম নির্দেশিত মহীনের
ঘোড়াগুলির গান। লিরিক
ব্যবহারের জন্য আমরা যথাক্রমে
মিনতি চট্টোপাধ্যায়, গৌরব
চট্টোপাধ্যায়, তাপস দাস,
দেবজ্যোতি মিশ্র ও অন্যান্যদের
কাছে কৃতজ্ঞ। আমরা মনে করি
গৌতমের গান কোন ক্যাসেট
কোম্পানী বা ব্যক্তি বিশেষের
সম্পত্তি নয়। এগুলির কপিরাইট
ও আই. পি. আর রক্ষণের জন্য
অবিলম্বে গৌতম চ্যাটার্জি
মেমোরিয়াল ট্রাস্ট বা
ফাউন্ডেশন হওয়া প্রয়োজন।

এই মুহূর্তে,
এত মানুষের ভীড় বাসভূমি অস্থির এই মুহূর্তে,
কাঁটা তার পেরিয়ে, প্রহরা এড়িয়ে, এই মুহূর্তে
দলে দলে হেঁটে যায়, বিদেশের সীমানায় এই মুহূর্তে,
নতুন ঠিকানা চায়, সেখানে সবার ঠায়, এই মুহূর্তে,
এই মুহূর্তে, কোন অলিখিত শর্তে,
গোপনে গোপনে চলে লেন দেন, বিকিকিনি যত মারনাস্ত্র.....
এই মুহূর্তে, কোন ভাঙা দেশ জুড়তে,
দুঃখী মানুষের সুখে, ভাঙা কনসার্টে গান গায়—
—কত মায়েস্ত্রোও.....ও.....

পারি না পারি না কেন বুঝিতে

এ কি প্রপঞ্চ মায়া

এ বিশ্বরূপ দেখে, চূপ করে থাকি যদি, আমি নেহাৎ-ই বেহায়া
এই মুহূর্তে, তৃতীয় বিশ্বজুড়ে মনস্তর বাড়ে মনস্তর বাড়ে এই মুহূর্তে
খরা আর বন্যা, শিশুদের কান্না এই মুহূর্তে
জীবন-পালনে প্রাণী, শুধু মিছে হয়রানি,
এই মুহূর্তে, বুকের গভীর ক্ষত, ঝরিয়ে রস তত, এই মুহূর্তে,
এই মুহূর্তে, কার কোন স্বার্থে, চিরহরিতের বর্ণ ফিরে হয় মহীকহ

— পতনের শব্দ

এই মুহূর্তে, অধিকার কাড়তে, অনেকেই আশার কথা বলেছিল যারা—

— তারা অনেকেই স্তব্ধ

পারি না — পারি না — কেন বুঝিতে

এ কি প্রপঞ্চ মায়া

এ বিশ্বরূপ দেখে, চূপ করে থাকি যদি, আমি নেহাৎ-ই বেহায়া.....
এই মুহূর্তে, নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে, গুণ ধরে বিশ্বাসে এই মুহূর্তে,
হাওয়ায় অসুখ হয়, ভিতরে ভিতরে ক্ষয় এই মুহূর্তে।
তবুও মানুষ হাসে, গান গায় ভালো বাসে এই মুহূর্তে,
এই মুহূর্তে, এই সময়কে ধরতে, বুদ্ধিমানেরা যত বাণী দেয় সমাজটা গড়বার
এই মুহূর্তে, তবু প্রতিরোধ গড়তে, বোকারা স্বপ্ন দেখে পৃথিবীটা সাজাবার,
পারি না - পারি না কেন বুঝিতে

এ কি প্রপঞ্চ মায়া

এ বিশ্বরূপ দেখে, চূপ করে থাকি যদি, আমি নেহাৎ-ই বেহায়া.....
এই মুহূর্তে,

বোকারা স্বপ্ন দেখে পৃথিবীটা সাজাবার।

কথা ও সুর : গৌতম চট্টোপাধ্যায়

টেলিফোন

আশায় আশায় বসে আছি
ওরে আমার মন,
কখন তোমার আসবে টেলিফোন

কালো যখন তখন করো ডায়াল
বুঝি না ছাই তোমার খেয়াল
তোমার আমার এই যে দেয়াল
ভা-বে রে তখন
কখন ভাবি আসবে টেলিফোন

তোমার সঙ্গে দেখতে পেলে
পাড়া পড়শি মন্দ বলে
তার চেয়ে রাত্রি বেলা সবাই যখন
যুমে অচেতন
তখন ভাবি আসবে টেলিফোন
তার চেয়ে ভাল তোমার টেলিফোন

তোমার সঙ্গে থাকলে আমি
কি হয়ে জানেন অন্তর্যামী
দুর্গ-দুর্গ বন্ধ জাগে
চিন্তে উচাটন
তার চেয়ে ভাল তোমার টেলিফোন

ক্রিং ক্রিং ক্রিং ক্রিং মধুর ধ্বনি
শুনি তোমার আগমনী
তাতে ধন্য হয় যে রাধারানী
ধন্য এ জীবন
সবচেয়ে ভাল তোমার টেলিফোন

আশায় আশায় বসে আছি
ওরে আমার মন,
কখন ভাবি আসবে টেলিফোন।

পৃথিবী

পৃথিবীটা নাট ছোট হতে হতে, স্যাটেলাইট আর কেবলের হাতে,
ড্রইং রুমে রাখা বোকা বাজতে বন্দি।
আহা হা, আহা - আহা হা, আহা।

ঘরে বসে সারা দুনিয়ার সাথে যোগাযোগ আজ হাতের মুঠোতে।
ঘুচে গেছে দেশ কাল সীমানার গণ্ডি।
আহা হা, আহা - আহা হা, আহা।

ভেবে দেখেছি কি - তারারাও যত আলোক বর্ষ দূরে।
তারো দূরে - তুমি আর আমি যাই ক্রমে সরে সরে।
ভেবে দেখেছি কি - তারারাও যত আলোক বর্ষ দূরে।
তারো দূরে - তুমি আর আমি যাই ক্রমে সরে সরে।

সারি সারি মুখ আসে আর যায়, নেশাতুর চোখ টিভি পরদায়,
পোকা মাকড়ের আগুনের সাথে সন্ধি।
আহা হা, আহা - আহা হা, আহা।

পাশাপাশি বসে একসাথে দেখা, একসাথে নয় আসলে যে একা,
তোমার আমার ফারাকের নয়া ফন্দি।
আহা হা, আহা - আহা হা, আহা।

(ভেবে দেখেছি কি.....
..... তুমি আর আমি যাই ক্রমে সরে সরে।)

স্বপ্ন বেচার চোরা কারবার, জায়গা তো নেই তোমার আমার,
চোখ ধাঁধানোর এই খেলা শুধু ভঙ্গি
আহা হা, আহা - আহা হা, আহা।

তার চেয়ে এসো খোলা জানালায়, পথ ভুল করে কোনো রাস্তায়,
হয়তো পেলেও পেতে পারি আজ সঙ্গী।
আহা হা, আহা - আহা হা, আহা।

(ভেবে দেখেছি কি.....
..... তুমি আর আমি যাই ক্রমে সরে সরে।)

দরিয়া

দরিয়ায় আইলো তুফান, আয় কে যাবি রে
হেসে হেসে যাবি ভেসে মদিনা নগরে

নাম নেবো মহম্মদের -
কেটে যাবে ভয় বিপদের
দুলবে না নৌকা ভীষণ ঝড়ে রে
মন আমার কেমন-কেমন করে

মিছে তুই একা একা কেন যে আছিস ঘরে
নবীজীর ভরসা রেখে, নে না তুই কলমা পড়ে

ধরো হাল শক্ত হাতে, ভয় কী, নবী সাথে
সবার মাঝে তিনি বিরাজ করে রে।

কথা ও সুর : গৌতম চট্টোপাধ্যায়

আমার প্রিয়া ক্যাফে

কাঁপে কাঁপে আমার হিয়া কাঁপে।
কাঁপে কাঁপে আমার হিয়া কাঁপে।
একি যে কাণ্ড, একি যে কাণ্ড,
একি কাণ্ড সব পণ্ড এ ব্রহ্মাণ্ড শূন্য লাগে।
তুমি ছাড়া শূন্য লাগে।

কাঁপে কাঁপে আমার হিয়া কাঁপে।
কাঁপে কাঁপে আমার হিয়া কাঁপে।

কি যে ছাই চিন্তা, কি যে ছাই চিন্তা,
কি ছাই চিন্তা ওহে কান্তা পোড়ে প্রাণটা দুঃখ জাগে
তুমি ছাড়া শূন্য লাগে।

কাঁপে কাঁপে আমার হিয়া কাঁপে।
কাঁপে কাঁপে আমার হিয়া কাঁপে।

কপাল টা মন্দ, কপাল-টা মন্দ,
কলাপ মন্দ লাগে ছন্দ কাটে ছন্দ বিরহ রাগে।
তুমি ছাড়া শূন্য লাগে।

কাঁপে কাঁপে আমার হিয়া কাঁপে।
কাঁপে কাঁপে আমার হিয়া কাঁপে।

শিরে সংক্রান্তি, শিরে সংক্রান্তি
এ অশান্তি দাও ক্ষান্তি সব ভ্রান্তি দূর হোক আগে।
কফি ছাড়া শূন্য লাগে।

ক্যাফে, ক্যাফে - আমার প্রিয়া ক্যাফে।
ক্যাফে, ক্যাফে - আমার প্রিয়া ক্যাফে।

কথা ও সুর : গৌতম চট্টোপাধ্যায়

কতো কি করার আছে বাকি

কতো কি করার আছে বাকি
বেলা বয়ে যায়, কি করে এভাবে আমি থাকি
ভেবে ভেবে সারাদিন কাটে
বলো কি উপায়
তোমারও কি এরকম ঘটে
কত কি করার আছে বাকি
ঠিক কি যে চাই খুঁজে বেড়াই
কুল কিনারা ভেবে না পাই
কি করি বলো না
হা হতাশ গেল না
ওওহহহহহহ ওওওওওওও
ঠিক কি যে চাই খুঁজে বেড়াই
কুল কিনারা ভেবে না পাই
কি করি বলো না
হা হতাশ গেল না
ওওহহহহহহ ওওওওওওও
সব ছেড়ে ছুড়ে বহুদূরে সরে যাই, তবে
আর কি বা হবে
ওওওওওওওওও
কিছু তো হল না এ জীবনে
বৃথা কালক্ষয়
তোমারও কি এমন হয় মনে
নিঃসঙ্গতা ফিরে আসে
কঠিন এ সময়
তোমারও কি কেউ নেই পাশে?
ঠিক কি যে চাই খুঁজে বেড়াই
কুল কিনারা ভেবে না পাই
কি করি বলো না
হা হতাশ গেল না
সব ছেড়ে ছুড়ে বহুদূরে সরে যাই, তবে
আর কি বা হবে
ওওওওওওওওও

কথা ও সুর : গৌতম চট্টোপাধ্যায়

ঘরে ফেরার গান

আমি গাই ঘরে ফেরার গান, উতলা কেন এ প্রাণ।
শুধু যে ডাকে, ফিরে আমাকে।
বিদেশ বিভূইয়ে পড়ে আছি তবু,
ছাড়াই কেন ছাড়াই এ পিছুটান।

আমি তাই এখনো ক্রান্তিহীন, চলেছি রাত্রিদিন।
শুনি চমকে, যাই থমকে,
কোথা হতে যেন ভেসে আসে সুর,
চেনা খুব চেনা মনমাঝে অমলিন।

ফিরব বললে ফেরা যায় নাকি,
পেরিয়েছো দেশ-কাল জানো নাকি এ সময়।
এখনো সামনে পথ হাঁটা বাকি,
চাইলেও দিতে পারবে না ফাঁকি নিশ্চয়।

আমি চাই ফিরে যেতে সেই গাঁয়ে, বাঁধানো বটের ছায়ে।
সেই নদী তীর, ছায় খিরখির,
মনের গভীরে ফুটে ওঠা যত,
স্মৃতি বিস্মৃতি কখনো কি ভোলা যায়।

আমি প্রায় এখনো খুঁজি সে দেশ, জানি নেই অবশেষ
মরীচিকা হয়ে স্বপ্ন দেখায়,
কৈশোরে আর ফেরা যাবে না তো,
নেই পথ নেই হারিয়ে গেছে সে দেশ।

ফিরব বললে ফেরা যায় নাকি,
পেরিয়েছো দেশ কাল জানো নাকি এ সময়।
এখনো সামনে পথ হাঁটা বাকি,
চাইলেও দিতে পারবে না ফাঁকি নিশ্চয়।

আমি গাই ঘরে ফেরার গান, উতলা কেন এ প্রাণ।
শুধু যে ডাকে, ফিরে আমাকে।
বিদেশ বিভূইয়ে পড়ে আছি তবু,
ছাড়াই কেন ছাড়াই এ পিছুটান।

কথা ও সুর : গৌতম চট্টোপাধ্যায়

পড়াশোনার জলাঞ্জলি ভেবে

পড়াশোনায় জলাঞ্জলি ভেবে

মুর্থ বলছো কি?

তোমরা বলছো আমাদের জীবনে

চার আনাই ফাঁকি।

হে, ষোলো আনা থেকে যদি

চার আনা যায়

হিসেব দাঁড়ায় এসে

বারো আনায়

কিন্তু বারো আনাতে আমরা খুশি

আমাদের চাওয়া যে অনেক বেশী।

মানি না, মানবো না,

তাই, করছো ছিঃ ছিঃ ছিঃ

তোমরা বলছো অবাধ্য জীবনে

আট আনাই ফাঁকি।

হে ষোলো আনা থেকে যদি

আট আনা যায়

হিসেব দাঁড়ায় এসে

সেই আট আনায়

কিন্তু আট আনাতে আমরা খুশি

আমাদের চাওয়া যে অনেক বেশী

আমাদের পরকাল বাড়-ঝড়ে ভেবে

দুঃখ করছো কি?

তোমরা বলছো এলোমেলো জীবনে

বারো আনাই ফাঁকি।

হে ষোলো আনা থেকে যদি

বারো আনা যায়

হিসেব দাঁড়ায় এসে

মোট চার আনায়

কিন্তু চার আনাতে আমরা খুশি

আমাদের চাওয়া যে অনেক বেশী

ভালো ভালোবাসার তোমরা জান কি?

ভালো বাসতে না জানলে জীবনে

ষোলো আনাই ফাঁকি।

হে ষোলো আনা থেকে যদি

ষোলো আনা যায়

হিসেবটা কষে দেখো দাঁড়াও কোথায়,

শুধু শূন্য শূন্য শূন্য রাশি-রাশি

তোমাদের কথা ভেবে

আমরা হাসি।

হাঃ — হাঃ — হাঃ — হাঃ ।

কথা ও সুর : গৌতম চট্টোপাধ্যায় ও তাপস দাস

দক্ষিণ খোলা জানালা

আমার দক্ষিণ খোলা জানলায়
মায়ের অন্তরঙ্গ দুপুর বেলায়
না শোনো গান পুরোনো
মনে পড়ে যায়
এক দমকা হাওয়ায়।

আমার দক্ষিণ খোলা জানলায়, খোলা জানলায়
মায়ের অন্তরঙ্গ দুপুর বেলায়
না শোনো গান পুরোনো
মনে পড়ে যায়
এক দমকা হাওয়ায়।

আমার দক্ষিণ খোলা জানলায়
আ..... আ.....
খোলা জানলায়
উদার বন্ধু বাতাস
জাগায় আমাকে গায়, ভালোবাসার
খোলা জানলায়
উদার বন্ধু বাতাস
জড়ায় উদার মায়ায়, ভালো লাগায়
আমার উত্তর খোলা জানলায়
বাড়ে বয়স, যা কিছু স্মৃতি সত্ত্বা
তাপে দারুণ, বাড়ে বয়েস

তাই দক্ষিণ খোলা জানলায়
মায়ের অন্তরঙ্গ দুপুর বেলায়
না শোনা গান পুরোনো
মনে পড়ে যায়

এক দমকা হাওয়ায়
মায়ের এই একান্ত এক দুপুর বেলায়
যা-কিছু প্রিয় ভালো লাগা,
মনে পড়ে যায়

এক দমকা হাওয়ায়,
লা..... লা..... লা..... লা.....
আমার দক্ষিণ খোলা জানলায়
লা..... লা..... লা..... লা.....

ধাঁধার থেকে জটিল তুমি

ধাঁধার থেকেও জটিল তুমি
ক্ষিদের থেকেও স্পষ্ট,
কাজের মধ্যে অকাজ খালি
মনের মধ্যে কষ্ট

স্বপ্ন হয়েই যখন-তখন
আঁকড়ে আমায় ধরো
তাই তো বলি আমায় বড়
ঘেন্না কর, ঘেন্না কর।

গুনগানের হাজার বুলি
শুধু এই সময় নষ্ট
আঁকছে ছবি সমস্ত দিন
রঙ সবই অস্পষ্ট।

সুখের থেকেও হাজার গুনে
দুঃখ অনেক ভালো
তাইতো বলি আমায় বড়
ঘেন্না কর, ঘেন্না কর।

আজ চালাক আমি, কাল বোকা
মহৎ প্রেমিক ন্যাকা ন্যাকা

আমার আসল চেহারা কি
চিনতে তুমিই পারো
চিনতে যদি পেরেই থাকো
ঘেন্না কর, ঘেন্না কর।

ধাঁধার থেকেও জটিল তুমি
ক্ষিদের থেকেও স্পষ্ট
কাজের মধ্যে অকাজ-খালি
মনের মধ্যে কষ্ট,

স্বপ্ন হয়েই যখন-তখন আঁকড়ে আমায় ধরো
তাই তো বলি আমায় বড়
ঘেন্না কর, ঘেন্না কর।

আকাশে ছড়ানো মেঘের কাছাকাছি

আকাশে ছড়ানো মেঘের কাছাকাছি।

দেখা যায় তোমাদের বাড়ি।

তার নীল দেয়াল জেনো স্বপ্ন বেলোয়ারি।

তার কাঁচ দেয়াল জেনো স্বপ্ন বেলোয়ারি।

আকাশে ছড়ানো মেঘের কাছাকাছি।

দেখা যায় তোমাদের বাড়ি।

চিলেকোঠায় বসে বাদামী বেড়াল বোনে শূন্যে মায়াজাল।

ছাই রঙ্গা পেঁচা সেই চোখ টিপে বসে আছে কতো না বছরকাল।

কালো দরজা খুলে বাইরে তুমি এলে।

বাগানের গাছে হাঁসি ছড়ালে বুনোফুলে

এই বাড়ির নেই ঠিকানা, শুধু অজানা লাল গুরকির পথ শূন্যে দেয় পাড়ি।

বাঁকানো বাড়ির নেই ঠিকানা, শুধু অজানা লাল গুরকির পথ শূন্যে দেয় পাড়ি।

বাঁকানো সিঁড়ির পথে সেখানে নেমে আসে চাঁদের আলো।

কাউকে চেনোনা তুমি তোমাকে চেনোনা কেউ সেইতো ভালো।

সেখা একলা তুমি গান গেয়ে ঘুরে ফিরে।

তোমার এলো চুল ওই বাতাসে শুধু ওড়ে।

এই বাড়ির নেই ঠিকানা, শুধু অজানা লাল গুরকির পথ শূন্যে দেয় পাড়ি।

বাঁকানো বাড়ির নেই ঠিকানা, শুধু অজানা লাল গুরকির পথ শূন্যে দেয় পাড়ি।

আকাশে ছড়ানো মেঘের কাছাকাছি।

দেখা যায় তোমাদের বাড়ি।

আকাশে ছড়ানো মেঘের কাছাকাছি।

দেখা যায় তোমাদের বাড়ি।

অজানা উড়ন্ত বস্তু

আধো-আলো-আঁধারের কোনো এক নগরের

মেসঘরে থাকি চারজন

ট্রাম লরি টেম্পারা শব্দের আলপনা

দিয়ে ঘিরে রাখে সারা'খন

রাত কিবা কিবা দিন যেমো ঘরে আলোহীন

ভৌতিক কেরাণীরা রই

আবছায়ে নড়িচড়ি থুতনিতে রুখু দাড়ি

এই কোলাহলে নিরঞ্জন

অজানা ইথার শরীর শুধুই দেয়াল জুড়ে

কাটে সারাদিন সময়ের কঠিন করাত

নিশাচর ইঁদুরেরা ছিঁড়ে চলে দিনভরা

রোদহীন ছায়ায় বনাত

তবু সব শনিবারে তারা সব আসে ফিরে

ছাতে উঠে যায় চারজন

টিভির এ্যাক্টেনা যেন বা মাছের কাঁটা

বেড়ালের তরে আয়োজন

শহর আলোয় উজল

ধোঁয়াশায় আকাশ পিছল

ছাতে এসে নামে ভিনগ্রহী ফ্লাইং সসার

শহর আলোয় উজল

ধোঁয়াশায় আকাশ পিছল

ছাতে এসে নামে ভিনগ্রহী ফ্লাইং সসার

জেনো সব কেরাণীরা এইভাবে ঘোরে তারা

পড়ে থাকে যত অফিসার।

কথা ও সুর : মহীনের ঘোড়াগুলি

কথা ও সুর : মহীনের ঘোড়াগুলি

বিনীতা

কালকে রাত্রি পোহালে
দইয়ের ফোঁটা কপালে
ফাউন্টেন পেন সামলে রাখি
মরি অ্যাডমিট কার্ড হারালে

বিনীতা কেমন আছ
বিপদ আমার
পরশু বি এ পার্ট টু
কি জানি কি লিখব খাতায়

জ্যোতাদের মুখোমুখি
কৈপে উঠি অজানা ভয়ে
মাথাগুলি সারি সারি
যেন সর্বের ফুল শয়ে শয়ে

বিনতু কেমন আছ

বিনীতা কেমন আছ
বিপদ আমার
পরশু বি এ পার্ট টু
কি জানি কি লিখব খাতায়

বিনতু কেমন আছ
বিপদ আমার
পরশু বি এ পার্ট টু
কি জানি কি লিখব খাতায়
কি জানি কি লিখব খাতায়
কি জানি কি লিখব খাতায়

কথা ও সুর : মহীনের ঘোড়াগুলি

সুধীজন, শোনো

শুধু আজ নয় প্রতিদিন
সাত পাঁচ ভাবনা আর দুঃস্থপ্ন মেখে ঘুম ভাঙে আমার
তোমরা কেমন আছো ?
তোমরা কি আমলকি গাছের ছায়ায় মোষের বিষণ্ণ ডাক শুনে
আনমনা হও আগেকার মতো ?

শোনো সুধীজন, শোনো প্রিয়জন
শোনো সুধীজন, শোনো প্রিয়জন

শুধু আজ নয় প্রতিরাতে
তোমাদের পরকাল ভেবে
তোমাদের কথা ভেবে ঘুমহীন রাত জাগি
নগরবাসিরা শোনো
তোমাদের অন্যায় আমাদের অবহেলা মিশে কোন নরক মাতায়
তা জানো কি ?
শোনো সুধীজন, শোনো প্রিয়জন
শোনো সুধীজন, শোনো প্রিয়জন

শুধু শেষ নয় শুরুতেই
বড়শির আঁকশিতে বিঁধে, আকাশের দিকে পিঠ হাজার চড়ক ঘুরছে
নীচে শত হাততালি মেরে
উল্লাসে ফেটে গেছ কতোবার
বুলন্ত মানুষের ব্যথাছবি রাস্তা চোখে চেয়ে
তা মনো কী ?

শোনো সুধীজন, শোনো প্রিয়জন
শোনো সুধীজন, শোনো প্রিয়জন

কথা ও সুর : মহীনের ঘোড়াগুলি

সাততলা বাড়ি

মনে করো সাততলা বাড়িটার
একতলা হাতি আর ইঁদুরের
দোতলায় বুড়ো থাকে রিটার্ডার্ড
লাল নীল উল বোনে বুড়ি তার

তিনতলা ছবি আঁকে গ্যালারি
পিকাসো রুবেনস দালি রেনোয়ঁ
চারতলা কথা বলে ফিস ফিস
পাখি যদি উড়ে যায় ঘাবড়ে

বাকী তিনতলা ঠিক খালি নয়
ধোপা থাকে গাধা নিয়ে অতিকায়
পাঁচতলা ফেলে ওড়ে সাদা শার্ট
ভাবখানা বাবুদেরই খোলামাঠ

ছ'তলায় ছোটদের ইস্কুল
আন্টির কাঁধে বসে বুলবুল

সাততলা কারও নয় কারও নয়
মেঘ থাকে নীল আকাশ লাল ফুল
তারাদের দুপুরের ভাত ঘুম

সেখানে খোকনসোনা মামনি চাঁদ ধরে সূর্যের সাথি হয়

উলালে উলালে উলালে ওলা ওলা।

কথা : কমল চক্রবর্তী

সুর : প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

সংবিগ্ন পাখিকুল

রানওয়ে জুড়ে পড়ে আছে শুধু কেউ - নেই - শূন্যতা
আকাশে তখন থমকিয়ে আছে মেঘ
বেদনাবিধুর রেডারের অলসতা
কিম্বিং-সুখী পাখিদের সং বে গ

এমন বিশাল বন্দরে বহুকাল
থামে নি আকাশ-বিহারী বিমানযান
এখানে-ওখানে আগাছার জঞ্জাল
শূন্য ডানায় বায়ু বীত-গতিবেগ

এমনি ছবিতে কিশোরী মানায় ভালো
ফ্রকে মুখ গুঁজে কাঁদে, চুল এলোমেলো
চারণ দেখেছে এই ছবি খানি, তাই
হৃদয়ে জেনেছে শূন্যতা, উড়ু-মেঘ
চারণ বোলে না এই ছবিখানি, তাই
বড়ো মায়া লাগে, বড়ো তার উদ্বেগ

আকাশে তখন বাড় এসে যাবে বলে
থমকিয়ে আছে মেঘ

কথা ও সুর : মঞ্জীরের ঘোড়াগুলি

চৈত্রের কাফন

যে গেছে বনমাঝে চৈত্র বিকেলে
যে গেছে ছায়াপ্রাণ বনবীথিতলে
বন জানে অভিমানে গেছে সে অবহেলে
যে গেছে অশ্রু-ময় বন-অন্তরালে

আকাশে কেঁপেছে বাঁশিসুর
আঁচলে উড়েছে ময়ূর
চলে যাই বলেছিলো চলে যাই
মহল তরুর বাহু ছুঁয়ে
যে গেছে অশ্রু-ময় বন-অন্তরালে

সে বুঝি শুয়ে আছে চৈত্রের
হলুদ বিকেলে
যেখানে চূর্ণ ফুল ঝরে তার আঁচলে
যেখানে চূর্ণ ফুল ঝরে তার
কাফনে।

কথা ও সুর : মহীনের ঘোড়াগুলি

হায়, ভালোবাসি

ভালোবাসি জোৎস্নায় কাশ বনে ছুঁতে।
ছায়া ঘেরা মেঠো পথ ভালো লাগে হাঁটতে।
দূর পাহাড়ের গায়ে গোধুলির আলো মেখে
কাছে ডাকে ধানখেত, সবুজ দিগন্তে।
তবুও কিছুই যেন ভালো যে লাগে না কেন,
উদাসী পথের মাঝে মন পড়ে থাকে যেন
কোথায় রয়েছে ভাবি লুকিয়ে বিষাদ তবুও।

ভালো লাগে ডিঙি নৌকায় চড়ে ভাসতে।
প্রজাপতি, বুনো হাঁস ভালো লাগে দেখতে।
জানালার কোনে বসে উদাসী বিকেল দেখে-
ভালোবাসি এক মনে কবিতা পড়তে।
তবুও কিছুই যেন ভালো না লাগে না কেন,
উদাসী পথের মাঝে মন পড়ে থাকে যেন
কোথায় রয়েছে ভাবি লুকিয়ে বিষাদ তবুও।

যখন দেখি ওরা কাজ করে গ্রামে বন্দরে।
শুধুই ফসল ফলায়, ঘাম ঝরায়, মাঠে প্রান্তরে।
তখন ভাল লাগে না, লাগে না কোন কিছুই।
সুদিন কাছে এসো, ভালোবাসি এক সাথে সব কিছু।

ভালোবাসি পিকাসো, বুনুয়েল, দাস্তে
বিঁটলস, ডিলান আর বীঠোফেন শুনতে।
রবিশঙ্কর আর আলি আকবর শুনে
ভালোবাসি ভোরে কুয়াশায় ঘরে ফিরতে।
তবুও কিছুই যেন ভালো যে লাগে না কেন,
উদাসী পথের মাঝে মন পড়ে থাকে যেন
কোথায় রয়েছে ভাবি লুকিয়ে বিষাদ তবুও।

যখন দেখি ওরা কাজ করে গ্রামে বন্দরে।
শুধুই ফসল ফলায়, ঘাম ঝরায়, মাঠে প্রান্তরে।
তখন ভালো লাগে না, লাগে না কোন কিছুই।
সুদিন কাছে এসো, ভালোবাসি এক সাথে সব কিছু।

কথা ও সুর : মহীনের ঘোড়াগুলি